বাংলাদেশ জীববিজ্ঞান অলিম্পিয়াড | Bangladesh Biology Olympiad
152/1, 1st Floor, Green Road, Panthapath Signal, Dhaka-1205, Bangladesh
bdbo.info@gmail.com; info@bdbo.org; www.bdbo.org; facebook.com/groups/bdbo.mail; facebook.com/bdbo.org
Chairman: +8801758935264 ; General Secretary: +8801816653358
Govt. Reg. no. 210

তারিখ: ৭ই ডিসেম্বর, ২০১৮ স্থান: উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

বাংলাদেশ জীববিজ্ঞান অলিম্পিয়াডের বার্ষিক সাধারণ সভা ২০১৮ তে

সাধারণ সম্পাদকের বার্ষিক প্রতিবেদন

২০১৮ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারি - ৯ মার্চ পর্যন্ত 'প্রাণের টানে পারস্যে' স্লোগান সামনে রেখে সারা দেশ জুড়ে দশটি অঞ্চলে বসেছিল আঞ্চলিক জীববিজ্ঞান উৎসবের আসর। সারা দেশের প্রায় সব জেলা থেকে প্রায় ১৭০ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রায় চার হাজার শিক্ষার্থী এতে অংশ নেয়। আঞ্চলিক উৎসবে বিজয়ীদের নিয়ে জাতীয় জীববিজ্ঞান উৎসব অনুষ্ঠিত হয় ১৬ মার্চ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কার্জন হলে। সকাল ৮:৪৫ হতে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকবৃন্দ অনুষ্ঠান স্থলে আগমন করেন। মূল পর্ব শুরু হয় সকাল ১০ টা থেকে, চলে বিকাল ৫ টা পর্যন্ত। সকালে উদ্বোধনী পর্বের প্রধান অতিথি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী স্থপতি ইয়াফেস ওসমান। জাতীয় সঙ্গীতের সাথে জাতীয় পতাকা, বাংলাদেশ জীববিজ্ঞান অলিম্পিয়াডের পতাকা এবং আন্তর্জাতিক জীববিজ্ঞান অলিম্পিয়াডের পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে শুরু হয় অনুষ্ঠান। বিকালে সমাপনী পর্বের প্রধান অতিথি অত্র মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত সচিব মো. আনোয়ার হোসেন। এছাড়াও বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরের মহাপরিচালক স্বপন কুমার রায় এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ ড. কামাল উদ্দীন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ জীববিজ্ঞান অলিম্পিয়াড কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. মো. শহীদুর রশীদ ভূঁইয়া। অলিম্পিয়াডের পরীক্ষা ছাড়াও শিক্ষার্থীদের প্রাণবন্ত অংশগ্রহণে ছিল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরের ভ্রাম্যমাণ বিজ্ঞান প্রদর্শনী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড বায়োটেকনোলজি বিভাগের উদ্যোগে কলা থেকে সবার সামনে ডিএনএ পৃথক করে দেখানো, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ফটোগ্রাফি সোসাইটির প্রদর্শনী এবং প্রশ্নোত্তর পর্ব।

আঞ্চলিক পর্যায়ে সারা দেশ থেকে প্রথম পর্যায়ে অংশ নেওয়া শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে নির্বাচিত প্রায় সাড়ে সাতশ শিক্ষার্থী এদিন দুই ধাপের পরীক্ষায় অংশ নেন: প্রথম ধাপে ছিল বহুনির্বাচনী পরীক্ষা, দ্বিতীয় ধাপে ছিল লিখিত পরীক্ষা। দেড়শ পয়েন্টের এই বহুনির্বাচনী পরীক্ষায় ৬৩ জন শিক্ষার্থী মেধা তালিকায় স্থান পেয়ে পুরস্কৃত হন। দ্বিতীয় ধাপের পরীক্ষায় তাদের মধ্য থেকে আঠার জন শিক্ষার্থী বাছাই করা হয় যারা আবাসিক ব্যবহারিক জীববিজ্ঞান প্রশিক্ষণ কর্মশালা - বায়োক্যাম্পে অংশ নেন। সাভারের গণকবাড়ীতে অবস্থিত ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অব বায়োটেকনোলজিতে অনুষ্ঠিত হয় চতুর্থ জাতীয় বায়োক্যাম্প। ক্যাম্পের মূল্যায়ন পরীক্ষা এবং প্রশিক্ষণের মধ্য দিয়ে নির্বাচন করা হয় আটজন শিক্ষার্থীকে, যাদের মধ্য থেকে বিশেষ প্রশিক্ষণ ক্যাম্প ও উচ্চতর মূল্যায়নের মাধ্যমে চারজন শিক্ষার্থীকে চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত করা হয়।

শিক্ষার্থীরা হলেন- ইন্টারন্যাশনাল টার্কিশ হোপ স্কুলের মো. বায়েজিদ মিয়া, ভিকারুন্নিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজের প্রকৃতি প্রযুক্তি, এসএফএক্স গ্রিন হেরাল্ড ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের অদ্বিতীয় নাগ এবং সরকারী এমএম সিটি কলেজের মো. তামজিদ হোসেন তানিম। তারা ইরানের তেহরানে ১৫-২২ জুলাই তারিখে অনুষ্ঠিত ২৯তম আন্তর্জাতিক জীববিজ্ঞান অলিম্পিয়াড ২০১৮ তে বাংলাদেশ দলের হয়ে অংশ নেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. রাখহরি সরকার এবং

চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজের অধ্যাপক ডা. গাজী মো. জাকির হোসেন ছিলেন যথাক্রমে দলটির দলনেতা ও উপদলনেতা। তাঁরা একই সাথে আন্তর্জাতিক জুরির দায়িত্বও পালন করেন।

এছাড়াও বাংলাদেশ জীববিজ্ঞান অলিম্পিয়াড কেন্দ্রীয় কমিটি জীববিজ্ঞান সম্পর্কিত বিভিন্ন দিবস যেমন ডারউইন দিবস, ডিএনএ দিবস উদযাপন করেছে। বাংলাদেশ জীববিজ্ঞান অলিম্পিয়াড কেন্দ্রীয় কমিটি'র প্রধান উপদেষ্টা দ্বিজেন শর্মা স্যারের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিদর্শন পূর্বক স্যারের প্রথম মৃত্যু বার্ষিকীতে আমরা একটি স্মরণ সভার আয়োজন করেছিলাম। বছরব্যাপী বিভিন্ন সময়ে বায়োটক আয়োজন করেছি। এনজাইমদের মধ্যে পারস্পরিক সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্য বৃদ্ধির লক্ষ্যে বায়োপিকনিকের আয়োজন করেছি। সাংগঠনিক ধারাকে শক্তিশালী করার জন্যে আমরা নিয়মিত সাধারণ সভা, বর্ধিত সভা, কার্যকরী সভা'র আয়োজন করেছি। প্যারালাল বায়োলজি স্কুল চালু করার সমগ্র আয়োজন ইতোমধ্যে সম্পন্ন করা হয়েছে। আশা করছি আগামী বছরের শুরুতেই এর প্রচার ও ব্যাপকতা বৃদ্ধি পাবে।

বর্তমান কমিটি দেশের দশটি অঞ্চলে পূর্ণাঙ্গ ও সাংগঠনিক কমিটি করেছে যেখানে বিভিন্ন পেশাজীবী মানুষের সংমিশ্রণ ঘটেছে। কাজেই আমরা বিশ্বাস করি তাদের নেতৃত্বে বিগত বছরের অসম্পূর্ণ কাজ আগামীতে সম্পূর্ণ করে সাংগঠনিক গতিশীলতা বজায় রাখবে। অনেক পরিকল্পনা থাকা সত্ত্বেও আমরা অনেক কাজ আমরা সম্পাদন করতে পারি নি মূলত আর্থিক সংকটের কারণে। এছাড়াও বিগত বছরে আমরা যে পরিমাণ কাজ করেছি সেই তুলনায় আমরা প্রচারও পাই নি। তাই আশানুরূপ কোনোকিছুই তেমন অর্জন করতে পারি নি। নানা প্রতিকূলতার মধ্যেও আমরা ইরানের তেহরানে ১৫-২২ জুলাই তারিখে অনুষ্ঠিত ২৯ তম আন্তর্জাতিক জীববিজ্ঞান অলিম্পিয়াড ২০১৮ তে বাংলাদেশ দলের হয়ে অংশগ্রহণ করি। এবছর এই প্রতিযোগিতায় বিশ্বের ৭১ টি দেশ অংশ নেয়। বাংলাদেশের পক্ষ থেকে এবছর প্রথমবারের মত পদক (ব্রোঞ্জ মেডেল) অর্জন করে অদ্বিতীয় নাগ। মাত্র তৃতীয়বারের প্রতিযোগী হিসেবে কোনো একটি আন্তর্জাতিক অলিম্পিয়াডে অংশগ্রহণকারী দেশের জন্য এ এক বিরল অর্জন। বাংলাদেশ জীববিজ্ঞান অলিম্পিয়াড এই সাফল্য উৎসর্গ করছে সকল জ্ঞানপিপাসু মানুষ ও বিজ্ঞান-সংশ্লিষ্ট আন্দোলনসমূহের কর্মীদের প্রতি।

অনেক চড়াই উৎরাই পেরিয়ে চলতি বছর থেকে আমরা বাংলাদেশের বহুল প্রচারিত ও অন্যতম জনপ্রিয় সংবাদপত্র সমকাল এর সাথে আগামী পাঁচ বছরের জন্য একসাথে কাজ করার জন্য অঙ্গীকারবদ্ধ হয়েছি। জীববিজ্ঞান চর্চার এ আন্দোলনকে প্রান্তিক পর্যায়ে ছড়িয়ে দেবার জন্য এবং বর্তমান ও ভবিষ্যত প্রজন্মকে বিজ্ঞানমনস্ক করে তুলবার জন্য আমাদের পথচলায় সমকালকে স্বাগত জানাচ্ছি। সেইসাথে দেশের যে কোনো দাতাগোষ্ঠীকে এ আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা বিবেচনাপূর্বক আমাদের সাথে শরীক/অংশীদার হবার উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছি। আর আশা করছি এভাবে পারস্পরিক বোঝাবুঝি ও সহযোগিতা জীববিজ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রকে মসৃণ করবে এবং দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে লুকিয়ে থাকা মেধাবী ছেলেমেয়েদেরকে খুঁজে বের করে বিজ্ঞান চর্চার এই আন্দোলনকে বেগবান করে কৃষি, খাদ্য, চিকিৎসা বিজ্ঞান, বায়োটেকনোলজি, মলিকুলার বায়োলজি, বায়ো-ইনফরমেটিক্স, বায়ো-স্ট্যাটিসটিক্স, বায়ো-মেডিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, পরিবেশ বিজ্ঞান, বনায়ন, হাওড় ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সহ অন্যান্য ক্ষেত্র ও দেশের আর্থ সামাজিক প্রেক্ষাপট উন্নত থেকে উন্নতকরণে অবদান রাখবে বলে আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।

"জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর জীববিজ্ঞান উৎসব-২০১৮" এই শিরোনামে সমগ্র বাংলাদেশে সর্বমোট ১০ টি ভেন্যুতে ১০ টি আঞ্চলিক উৎসব ও একটি জাতীয় উৎসব আয়োজন করা হয়। এই উৎসব আয়োজন

করতে জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর প্রায় ১০২০০০/- (এক লক্ষ দুই হাজার টাকা) মূল্যের জিনিসপত্র ও প্রায় ২৬৫০ টি (দুই হাজার ছয়শ পঞ্চাশ) টি টি-শার্ট সরবরাহ করে সমগ্র আয়োজনকে সফলভাবে সম্পন্ন করতে সর্বান্তকরণে সাহায্য করেছে। পাশাপাশি ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অব বায়োটেকনোলজি (এনআইবি) জাতীয় বায়োক্যাম্পের প্রায় সকল আয়োজন সম্পন্ন করার জন্য ও ল্যাব বাংলাকে কারিগরী সহযোগিতার জন্য বাংলাদেশ জীববিজ্ঞান অলিম্পিয়াড কেন্দ্রীয় কমিটি জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর, এনআইবি এবং ল্যাব বাংলা এর নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছে এবং সেই সাথে আগামী বছরে আরো বড় পরিসরে সাহায্য-সহযোগিতা প্রত্যাশা করছে। ব্যক্তি পর্যায়ের অনুদান এবং অন্যান্য স্পন্সরদের প্রতিও আমাদের অশেষ কৃতজ্ঞতা রইল।

পরবর্তী কমিটির জন্যে বর্তমান কমিটির কিছু পরামর্শ :

১. সমগ্র বাংলাদেশের ভেন্যুর সংখ্যা ১০ টি হতে বাড়িয়ে ১৫ কিংবা ২০ টি করা উচিত।
২. টাইটেল স্পন্সর হিসেবে কোনো কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানের খোঁজ করা।
৩. বায়োটকের সংখ্যা বাড়ানো ও দেশব্যাপী এর আয়োজন করা।
৪. বিজ্ঞান সম্পর্কিত দিবসগুলো সামাজিক সচেতনতার অংশ হিসেবে গুরুত্বসহকারে উদযাপন করা উচিত।
৫. আঞ্চলিক পর্যায়ে এনজাইমদের জন্যে ক্যারিয়ার সম্পর্কিত কর্মশালা, সেমিনার আয়োজন করা।
৬. প্যারালাল বায়োলজি স্কুলের কাজ সম্প্রসারণ করা।

পরিশেষে নবগঠিত কমিটির সকল সদস্যকে আগাম ধন্যবাদ ও অভিনন্দন জানিয়ে উপস্থিত সকলের সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করে আমি ডা. সৌমিত্র চক্রবর্তী, সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ জীববিজ্ঞান অলিম্পিয়াড কেন্দ্রীয় কমিটি এখানেই বিদায় নিচ্ছি।

ধন্যবাদ। ধন্যবাদ সবাইকে।

(ডা: সৌমিত্র চক্রবর্তী)
সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ জীববিজ্ঞান অলিম্পিয়াড কেন্দ্রীয় কমিটি
এমও, সেন্টার ফর মেডিকেল বায়োটেকনোলজি
এমআইএস, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার